বিভিন্ন রকম ধুলো

১

বিভিন্ন প্রকারে বালি
তুলনাসমাচ্ছন্ন হে কাঁকর
তোর সাথে আড়ি
আমি আজো মধ্যরাত জাগি
আমি আজো পাগল বেহালা
আজো তোর সুতাশঙখ কাটে
আসি অন্ধ রাজার কুমার
কিছু তে ভুলি না জন্মকথা
এক জন্ম দুই জন্ম যায়
জন্ম পারে ভুঞ্জ প্রেতকুল
যায় গো জঠরকথা যায়
শোনাবো গহনকথা ওরে
এসমস্ত অমৃত সমান
আমি আজো কুঞ্জবীথিকায়
আমি আজো ভূতভগবান
আমার ওপরে তোর কালি
আমি তোর বিবর্ণ চেহারা
আসমাপ্ত হে কাঁকর তোর
সুখ নেই মুখ নই আমি
এমন রমনকথা শোনো
তিল তুলসী ভক্তসমারোহ
কানে হাত চোখে হাততালি
গুহ্যকথা রক্তদ্বারে নিয়ে
রুপোর সুপারি তালপাখা
সোনামোড়া রাজার মেয়েটি
যাও পাখা রাক্ষসের পুর
হাড়গোড় মাংস মাংস যায়
হাত, চোখ, খুলির পাহাড়
যাও কথা, আনো তার মুখ
সুতা, সুতা সুতাশঙ্খ যায়
তাকে দিও ছেঁড়ামাথা খানা
তাকে বোলো শুকসারী কথা
তাকে আনো জরাজীর্ন ঘর
মধ্যরাত, পাগল বেহালা
পা পড়ছে - ওর, পা পড়ছে তার, হাড়েরা চুপ করো
আসছে সে ওই আসছেই আজ আকাশ ভরা লাল
রক্ত পায়ে বুকের ওপর এক পা এক পা ছাপ
আমার নরক মৃত্যু আমার প্রেতজন্মের গান

২

তোমাকে, আনন্দময়ী, কতবার আঙুলে ছুঁয়েছি
সূর্যসমা, করুন মহিমা তোর, একান্ন পৃথিবী
চাঁদগুলি গলে যায়, ঝরে পড়ে, হাতে নিয়ে দেখি
দুস্তর জমাট - বাঁধা স্বপ্ননীল মৃত্যুর কবিতা
আমাকে আরোগ্য দেয়। সরিদ্বরা, যন্ত্রনার
সমকক্ষ তুমি। আশ্বিনের শিশুটিকে পৌষ-শীতের মুখে
ভাতের ঘ্রানের মতো ক্ষুধাতুর হারাতে দেখেছি
নরম গানের শেষে, খেলা শেষে, তবু মনস্বিনী,
রাতের বৈধব্য নামে। আসে, যায়, থাকে, আসে যায়।
জাড়াতালি, সম্প্রসার, সার্থবাহ আনাগোনা এত,
অকিঞ্চন দুঃখভূমি, আশরীর গাঢ় অস্ত্রপাত
এমন বিপন্নতা, মহানসী, অপাঙ্গে দেখেছি
মৃত শিশুদের মুখে অর্ধমাত্রা হাসি ফুটে আছে
আসন্ন গর্ভের মতো নগ্নধারা, রক্তপাত, তাও।

মোহর ভট্টাচার্য